মার্টন কাপলান
এবং
ব্যবস্থা জ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি

By
Bijan Chatterjee
Department of Political Science
Saltora Netaji Centenary College

ভূমিকা

মর্গেন থাও- এর রাজনৈতিক বাস্তববাদ আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তার মতে রাজনীতিকরা বিদেশ নীতির কাঠামো রচনা ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনা বলি কে গুরুত্ব দেয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ মরগ্যান থাও-এর সাথে সহমত পোষণ করেননি। তাদের মতে বিশ্বের সমস্ত দেশ মিলে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার রচনা করেছে দেশ গুলির মধ্যে মতাদর্শ গত ও অন্যান্য পার্থক্য থাকলেও তারা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং পরস্পরের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত এই পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়টি যথাযথভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

ব্যবস্থা জ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তা

ব্যবস্থা জ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তা হলেন মর্টন কাপলান। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত "System and Process in International Politics" গ্রন্থে তিনি ব্যবস্থা জ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গিটি সবিস্তারে পর্যালোচনা করেন। এছাড়াও কার্ল ডয়েস, ম্যাকক্লিল্যান্ড, বোল্ডিং, হফম্যান প্রমুখেরা এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

কাপলানের প্রধান বক্তব্য

কাপলানের মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রণালীবদ্ধভাবে এবং তত্ত্বাকারে পর্যালোচনা করতে হলেএটা আমাদের ধরে নিতে হবে যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরি করেছেএবং তারা সকলে নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। নানা কারণে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ, নির্ভরশীলতা ও আদান-প্রদান এত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না।

কাপলান এর মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এই উপাদান গুলি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই উপাদান গুলির কাজকর্ম বিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদিত হয় না। তারা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে কাজ করে।রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি যে সমস্ত উপাদান নিয়ে গঠিত এবং যারা নিজেদের মধ্যে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাদের চল বা ‘variables’ বলে। এই ‘variables’ গুলির আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে গেলে নানা বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উল্লেখযোগ্য যে একটি রাষ্ট্রের গৃহীত নীতি অন্য একটি রাষ্ট্রের নীতি কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসলার সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রভাব ভারত, চীন ও বাংলাদেশের উপর ব্যাপকভাবে পড়ে। ভারত তার বিদেশ নীতির পরিবর্তন করে প্রতিরক্ষা খাতে অনেক বেশি পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ হল এখানে উপকরণ (input)এবং ভারতের বিদেশ নীতির পুনর্মূল্যায়ন হলো উপপাদ (output)।যখন কোন উপকরণ চল বলির মধ্যেকার সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনে তখন ব্যবস্থার আচরণ লক্ষণীয়ভাবে বদলে যায়। এই ধরনের উপকরণকে কাপলান "State level function " বলেছেন। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে না সামাজিক, প্রশাসনিক, সংস্কৃতিক আইন গত প্রভৃতি ক্ষেত্রও নিয়ে আসে

কাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক বিশ্লেষণের ছয়টি মডেল

১)শক্তি সাম্যের অবস্থা
২)নমনীয় দ্বিমেরু ব্যবস্থা
৩)সুদৃঢ় দ্বিমেরু ব্যবস্থা
৪)সর্বজনীন ব্যবস্থা
৫)ক্রমস্তর বিন্যস্ত ব্যবস্থা
৬) একক ভিটো ব্যবস্থা।

শক্তি সাম্যের অবস্থা

শক্তি সাম্য ব্যবস্থা বহু পুরানো এবং শান্তি স্থাপনের এক প্রভাবশালী হাতিয়ার। শক্তি সাম্যের প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভূত হয় যখন রাষ্ট্রগুলি দেখে যে অল্প সময়ে জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বা খুবই কম তাই শক্তি সাম্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি খুবই পরিচিত কৌশল এর কারক হলো জাতীয় রাষ্ট্র।

নমনীয় দ্বিমেরু ব্যবস্থা

নমনীয় দ্বিমেরু ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল যে রাষ্ট্রগুলি মোটামুটি দুটি মেরুতে বিভক্ত। কিন্তু সদস্যরা গোষ্ঠী বদলাতে পারে অর্থাৎ এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীতে চলে যেতে পারে। আবার দুই গোষ্ঠীর বাইরে কেউ কেউ থেকে যেতে পারে। এই ভাসমান রাষ্ট্রগুলি যে গোষ্ঠীতে যোগ দেয় সেই গোষ্ঠীর ক্ষমতা বাড়ে।

সুদৃঢ় দ্বিমেরু ব্যবস্থা

এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর মধ্যেকার সদস্যদের সম্পর্ক সুদৃঢ এবং কেউ ইচ্ছা করলে গোষ্ঠী ত্যাগ করে যেতে পারেনা। আর গোষ্ঠীর বাইরে যারা আছে তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যহীন। কাপলান এর মতে সুদৃঢ দ্বিমেরু ব্যবস্থা অনেক সময় বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনা ছড়াতে সাহায্য করে।

সার্বজনীন ব্যবস্থা

সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ব্যবস্থা আঞ্চলিক উপ ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। এই ব্যবস্থার মধ্যে আঞ্চলিক উপব্যবস্থা থাকলেও সেগুলি গুরুত্বহীন।আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্বজনীন ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। UNO গঠন বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। এর অধীনে অনেকগুলি উপব্যবস্থা থাকলেও তারা UNO -র অধীনে থেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে। এখানে কর্মকর্তা রাষ্ট্র

ক্রমস্তর বিন্যস্ত ব্যবস্থা

একে একটি সুসংহত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা চলে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা সংগঠন মুখ্য ভূমিকা পালন না করে ব্যক্তি পালন করে। ব্যবস্থার অনেকগুলি স্তর থাকে এবং প্রত্যেকটি স্তর কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক বা জাতীয় - উভয় স্তরে ক্রমস্তর বিন্যস্ত ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

একক ভেটো ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থায় কোন কর্মকর্তা অন্যের নির্দেশে কাজ করে না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করে ও নিজেদের মধ্যে স্থায়ী অশান্তি দেখা যায়। তারা মনে করে যে আত্মরক্ষার উপায় তাদের নিজেদেরকে বের করে নিতে হবে এবং সেই কারণে তারা মরনাস্ত্র প্রস্তুত কে আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ উপায় বলে মনে করে।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা জ্ঞাপক তত্ত্ব কতটা ফলপ্রসূ হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অবস্থানকারী রাষ্ট্রগুলির আচার-আচরণ কে ব্যাখ্যা করার জন্য নিয়ম-কানুন নির্দেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কেননা বিশ্ব রাজনীতি অনেক রকমের অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অভ্যন্তরে একটি সংগঠিত জটিলতা (organised complexity)কাজ করে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রীয় কারক বা অরাষ্ট্রীয় কারক কারোর সম্পর্কেই যথোপযুক্ত ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমাজবিজ্ঞানের কোন একটি শাখা অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই ব্যবস্থা জ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যালোচনা করা যুক্তিসংগত।

ধন্যবাদ